শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

(Child Protection Policy)

(ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, কর্মসূচি পরিদর্শনকারী, সরবরাহকারী ও সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য)

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
১০/১৪ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
ফোন নং: +৮৮০ ২-৯১৮৫৩০২, মোবাইল: +৮৮০ ১৭৭৮ ২৪৯২৭৭
ই-মেইল: info@breakingthesilencebd.org, btsbd94@yahoo.con
ওয়েব: www. breakingthesilencebd.org

Chairperson 28.05.20.
Breaking the Silence

সূচিপত্র

১	ভূমিকা	০১
২	শিশু সুরক্ষা নীতিমালা'	০১
৩	শিশু সুরক্ষা নীতিমালা'র উদ্দেশ্য	০১
৪	শিশু সুরক্ষা নীতিমালা'র প্রয়োগ	০১
৫	শিশু নির্যাতন	০২
৬	শিশু সুরক্ষা নীতিমালার মূলনীতি	০২
৭	শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নে সংস্থার করণীয়	০৩
৮	ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর যেকোনো কাজে জড়িত কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, কর্মসূচি পরিদর্শনকারী ও সদস্যগণ যে আচরণ ও কাজ কখনোই করবেন না:	০৩
৯	কর্মএলাকায় শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য করণীয়	০৪
১০	ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের কর্মীদের বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে করণীয়:	০৪-০৬
	১০.১ কর্ম এলাকার কোন সমস্যাগ্রস্থ পরিবার (নির্যাতিত শিশুর পরিবার) সম্পর্কে জানতে পারলে করণীয়	
	১০.২ কোন শিশু নির্যাতনের ঘটনায় তাৎক্ষনিক প্রয়োজন / চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে করণীয়	
	১০.৩ কাউন্সেলিং সহায়তা নিতে আসা শিশুর প্রতি কর্মীদের দায়িত্বসমূহ	
	১০.৪ কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে কাউন্সেলর এবং কর্মীদের অবশ্য পালনীয় নৈতিক শর্তসমূহ	
	১০.৫ কমিউনিটিতে কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয়দের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের উপায়	
	১০.৬ সেশন চলাকালীন সময়ে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলে করণীয়	
	১০.৭ যৌন নির্যাতন বা অন্য যে কোন ধরণের শিশু নির্যাতন সম্পর্কে কেউ অবগত করলে এবং সহায়তা চাইলে করণীয়	
১১	শিশু নির্যাতনের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ	০৭
১২	অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া	০৭
১৩	শিশু সুরক্ষা নীতিমালা লংঘনের শাস্তি:	০৮

Chairperson
Breaking the Silence

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা
(Child Protection Policy)

১. ভূমিকা:

ব্রেকিং দ্য সাইলেনন্স শিশু অধিকার ভিত্তিক একটি সংস্থা। সংস্থাটি এর প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ ১৯৯৪ সাল থেকেই শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশেষত শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রকাঠামোকে দায়বদ্ধ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে সংস্থার দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে, সঙ্গত কারণেই ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স শিশুর সুরক্ষার পাশাপাশি বিকাশ, সুশাসন প্রক্রিয়ায় শিশুর অংশগ্রহণ, অতি শৈশবকালীন বিকাশ ও শিক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। তবে শিশুর সকল অধিকার প্রাপ্তি ও ভোগ প্রক্রিয়ায় সুরক্ষা নিশ্চিত করা অতি জরুরী।

শিশুরা পরিবার ও সমাজের বিভিন্নজনের আচরণ ও উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা যৌন নির্যাতন, হয়রানি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, আঘাত বা নিপীড়ন, অবহেলা, দুর্ব্যবহার বা শোষণের শিকার হচ্ছে। এমনকি শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত সংস্থার কর্মীদের মাধ্যমেও শিশুদের সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়। এ কারণেই ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স মনে করে, কর্ম এলাকার সুবিধাভোগী শিশু ও কর্মীদের শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা প্রত্যেক সংস্থারই উচিত। প্রকৃতপক্ষে শিশু সুরক্ষার জন্য ইতিবাচক চর্চা শুধুমাত্র শিশুদেরই সুরক্ষিত করে না বরং তাদের সুরক্ষার জন্য কর্মরত কর্মীদেরও সুরক্ষা নিশ্চিত করে। প্রকৃতপক্ষে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এমন এক ধরনের সুরক্ষা কৌশল যা সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের আচরণ দ্বারা শিশুদের যে ধরনের ক্ষতি করতে পারে সে ক্ষতিকারক অবস্থা বা নির্যাতন থেকে রক্ষা করে।

২. 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা'

'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা' হচ্ছে এমন কতগুলো বিধি-নিষেধ যা শিশুদেরকে সব ধরনের নির্যাতন, হয়রানি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন /আঘাত, অবহেলা, দুর্ব্যবহার বা শোষণ থেকে রক্ষা করবে। প্রকৃতপক্ষে যারা শিশুদের সাথে কাজে করে তাদের দ্বারাও শিশুরা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে পারে। কর্মীদের দ্বারা শিশুরা কোন ক্ষতির সম্মুখীন হলে তা সুরক্ষার পরিবর্তে তার সার্বিক বিকাশ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাছাড়া সংস্থা সংশ্লিষ্ট কারো দ্বারা শিশুরা নির্যাতনের শিকার হলে ঐ সংস্থার সুনাম ভীষণভাবে বিনষ্ট হয়। সঙ্গত কারণেই কর্ম এলাকার শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সংস্থার সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩. 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা'র উদ্দেশ্য

- শিশু নির্যাতন বা নিপীড়নের সমস্যা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে সকল কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী, কর্মসূচি পরিদর্শনকারী, পরামর্শক, সরবরাহকারী এবং সংস্থার নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের সচেতন করা।
- ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের আওতাভূক্ত শিশুর অধিকার সমুন্নত করে সুরক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা
- শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের দিক নির্দেশনা প্রদান
- শিশু নির্যাতিত বা নিপীড়িত বা অত্যাচারিত হতে পারে বলে মনে হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া।

৪. 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা'র প্রয়োগ:

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সে কর্মরত সকল ধরনের কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী, কর্মসূচি পরিদর্শনকারী, পরামর্শক, সরবরাহকারী এবং সংস্থার নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা' প্রযোজ্য হবে।

৫. শিশু নির্যাতন

শিশু নির্যাতন বলতে বুঝায় এমন কোনো কাজ যা শিশুর বিকাশ এবং বিকাশের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যেকোনো ধরনের শারীরিক অথবা মানসিক সহিংসতা, আঘাত বা নির্যাতন এবং যৌন নির্যাতনসহ সকল ধরনের শোষণ এবং অশোভন আচরণকেই শিশু নির্যাতন বলে বিবেচনা করা।

শিশু নির্যাতনকে সাধারণত ৫ ভাগে ধরা হয়েছে; যেমন- শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, অবহেলা এবং শোষণ। সাধারণত দেখা যায় যে, কোনো শিশু এক ধরনের নির্যাতনের ভুক্তভোগী হলে সে আবার অন্য ধরনের নির্যাতনেরও শিকার হয়। যেমন, কেউ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলে সে স্বাভাবিকভাবেই মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়।

শারীরিক নির্যাতন

হাত দিয়ে বা কোন লাঠি বা কাঠি (কঞ্চি, বেত) দিয়ে বা কোন ধারালো যন্ত্র/অস্ত্র (দা, কাঁচি, খুন্তি) বা অন্য কোন কিছু ব্যবহার করে শরীরে যেকোন ধরনের আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়াই হচ্ছে শারীরিক নির্যাতন। যেমন- চড়, থাপ্পড়, কানমলা, সিগারেটের ছ্যাঁকা, কামড়, বেত বা লাঠি দিয়ে আঘাত, ঢিল দেওয়া, লাথি মারা ইত্যাদি।

মানসিক নির্যাতন

শিশুর আবেগ বা আচরণগত বিকাশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এমন যেকোনো আচরণই মানসিক নির্যাতন। যেমন- গালি দেওয়া, ধমক দেওয়া, লজ্জা দেওয়া, অশ্লীল কথা বলা, অপমান বা অবমাননা করা, বিকৃত নামে ডাকা, চাকরি (বাড়িতে বা অন্যকোন জায়গায় যে শিশুরা কাজ করে) থেকে বাদ দেওযার ভয় দেখানো/অন্য যেকোনভাবে ভয় দেখানো, বৈষম্য করা ইত্যাদি।

যৌন নির্যাতন

শিশুর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার উপর কর্তৃত্ব খাটিয়ে বিভিন্ন কৌশলে (অশ্লীল কথা বলা, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্পর্শ করা, আদরের ছলে বা জোর করে জড়িয়ে ধরা বা ধরার চেষ্টা করা, চুমু দেয়া বা চুমু দেয়ার চেষ্টা করা, লজ্জাস্থানে হাত দেয়া বা চেষ্টা করা, অশ্লীল ছবি দেখানো বা তোলা (কাগজে বা মোবাইলে বা ইন্টারনেটে), কিংবা সম্পূর্ণরুপে যৌন কাজ করা) যে কোন ধরনের যৌন কাজে নিয়োজিত করাই হচ্ছে শিশু যৌন নির্যাতন।

অবহেলা

শিশুর কোনো ক্ষতি হতে পারে তা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে দেখেও বা বুঝেও গুরুত্ব না দেওয়া অথবা শিশুকে কোনো ক্ষতি থেকে রক্ষা না করাকে তাকে 'অবহেলা' বলে। যেমন- অতিরিক্ত ঠান্ডায় বা ক্ষুধায় আক্রান্ত শিশুর প্রতি মনোযোগ না দেওয়া বা তা প্রতিকারের চেষ্টা না করা।

শোষণ

শিশুর প্রাপ্য বা ন্যায্য পাওনা শিশুকে না দেওয়া বা বলপূর্বক বা জোরপূর্বক শিশুকে দিয়ে কোনো কাজ করানোকে শোষণ বলে। যেমন- শিশুকে দিয়ে কাজ করিয়ে তার যথাযথ পাওনা না দেওয়া, ঠকানো, কোনো কাজ জোর করে করানো এবং তার বিনিময়ে তাকে কিছুই না দেওয়া, যৌন পেশায় বাধ্য করা বা চুক্তি মোতাবেক টাকা না দেওয়া ইত্যাদি।

৬. শিশু সুরক্ষা নীতিমালার মূলনীতি:

এই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা উপরোল্লিখিত নির্যাতন, শোষণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে অবশ্যই শিশুদের সুরক্ষিত রাখবে। ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা নিম্নোক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তিতে কার্যকর হবে:

- ব্যতিক্রম কোন ঘটনা ছাড়া সকল শিশুর নির্যাতন থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার রয়েছে
- নির্যাতন সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ ও সন্দেহজনক বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে হবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপযুক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এছাড়াও কর্মী নিয়োগ বিধি ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত কর্মী নির্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:

- শিশুদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে উত্তম নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন হবে
- অভিযোগ ও সন্দেহজনক বিষয় সম্পর্কে জানার সাথে সাথে উপযুক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে
- শিশুদের যেকোন ঘটনার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করবে

Chairperson
Breaking the Silence

- কর্মীদের দ্বারা যেকোন ধরনের নির্যাতনের শিকার হলে শিশু যেন অভিযোগ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

৭. 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা' বাস্তবায়নে সংস্থার করণীয়:

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স কর্তৃপক্ষকে নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণকরতে হবে:

- **সচেতনতা:** ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর যেকোনো কাজে জড়িত কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, কর্মসূচি পরিদর্শনকারী ও সদস্যদের শিশুর প্রতি নির্যাতন কী, কীভাবে হয় এবং শিশুর ওপর নির্যাতনের প্রভাব এবং তা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। কর্মী/স্বেচ্ছাসেবক/সরবরাহকারী নিয়োগের সাথে সাথে নীতিমালা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক ভিত্তিতে এ বিষয়ে সচেতনতার ফলোআপ করতে হবে।

- **প্রতিরোধ:** সংস্থার যেকোনো কাজে জড়িত সকলকে শিশুর নির্যাতনের ঝুঁকি নিরূপণ এবং প্রতিরোধ করার জন্য এই নীতিমালায় উল্লিখিত আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। নিয়োগকৃত কর্মী / স্বেচ্ছাসেবক / সরবরাহকারী শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে সচেতন হয়ে আচরণবিধি মেনে চলার জন্য লিখিত অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করবে।

- **অভিযোগ:** শিশুদের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো আচরণের জন্য অভিযোগ দাখিল হলে অথবা সমস্যাটি সম্পর্কে কোন তথ্য পেলে অথবা বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকার ফোকাল পারসনকে জানাতে হবে। ঐ ফোকাল পারসন কেন্দ্রীয় অফিসের ফোকাল পারসনকে দ্রুততম সময় অনধিক ২৪ ঘন্টার মধ্যে অবহিত করবে। কেন্দ্রীয় অফিসের ফোকাল পারসন অভিযোগ সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালককে অবহিত করবেন। আঞ্চলিক ফোকাল পারসনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সরাসরি কেন্দ্রীয় অফিসের ফোকাল পারসনকে জানাতে হবে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অফিসের ফোকাল পারসনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সরাসরি নির্বাহী পরিচালককে জানাতে হবে। অভিযোগ বাক্স, মোবাইল, ই-মেইলের মাধ্যমে বা সরাসরি উপস্থিত হয়ে অভিযোগ সম্পর্কে জানানো যাবে।

- **সাড়া দেওয়া:** ক্ষতিকর যেকোনো আচরণের আলামত দেখা দিলে শিশুদের সহযোগিতা ও নিরাপত্তার জন্য সকল গোপনীয়তা নিশ্চিত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পরবর্তীতে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স কর্তৃপক্ষ ঘটনাটির গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং তদন্ত করে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় রেখে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর যেকোনো কাজে জড়িত কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, কর্মসূচি পরিদর্শনকারী ও সদস্যগণ যে আচরণ ও কাজ কখনোই করবেন না:

- ✓ শিশুদের আঘাত বা অন্য কোনোভাবে শারীরিক নির্যাতন
- ✓ ১৮ বছরের নিচে কারো সাথে যৌন কাজে লিপ্ত হওয়া অথবা যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা। বয়ঃপ্রাপ্তির কাল / তার সম্মতি অথবা স্থানীয় প্রথা তা অনুমোদন করলেও এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। শিশুর বয়স সম্পর্কে ভুল ধারণার অযুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ✓ শিশুর সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা, যা কোনো না কোনোভাবে শিশুটির প্রতি শোষণমূলক বা অন্যায় আচরণ বলে মনে হতে পারে।
- ✓ এমন কোনো কাজ করা যা কোনোভাবে শিশু নির্যাতনের কারণ হতে পারে অথবা যেকোনো শিশুকে নির্যাতনের ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে।
- ✓ এমন ভাষা ব্যবহার, পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া যা যথাযথ নয় বা অশালীন বা নির্যাতনমূলক।
- ✓ এমন শারীরিক অঙ্গভঙ্গি করা, যা কুরুচিপূর্ণ বা যৌন উত্তেজক।
- ✓ যে শিশুদের সাথে কাজ করা হচ্ছে তার/তাদের সাথে তাদের ঘরে কোনোরকম নজরদারীবিহীন অবস্থায় রাত্রি যাপন করা, যদি না ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্রেক হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের পূর্বানুমতি নেয়া হয়ে থাকে।
- ✓ যেসব শিশুদের সাথে কাজ করা হয় তাদের সাথে একই বিছানায় ঘুমানো।
- ✓ যে শিশুদের সাথে কাজ করা হচ্ছে তার/তাদের সাথে তাদের একই ঘরে ঘুমানো, যদি না ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্রেক হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের পূর্বানুমতি নেয়া হয়ে থাকে।
- ✓ একান্ত ব্যক্তিগত কাজ যা শিশুরা নিজেরাই করতে পারে সেরকম কাজ করে দেওয়া।

Chairperson
Breaking the Silence

১০.৫ কমিউনিটিতে কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয়দের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের উপায়:

একক কোন ব্যক্তি অথবা কমিউনিটির কোন দলের বাধার সম্মুখীন হলে বাধা প্রদানকারী / প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা দল কেন বাধা দিচ্ছেন সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। এমনও হতে পারে বাধা প্রদানকারী / প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা দল কোন ভুল তথ্য পেয়েছেন। এক্ষেত্রে করণীয়-

- ✓ বাধা প্রদানকারী / প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা দলকে সঠিক তথ্য জানানো বা ঐ ব্যক্তি/দলকে জানার জন্য উদ্বুদ্ধ করা / বিনীতভাবে অনুরোধ করা।
- ✓ শিশু আইন ২০১৩, জাতীয় শিশু নীতি ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুর অধিকার সম্পর্কে জানানো।
- ✓ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের দায়বদ্ধতার বিষয়টি অবহিত করা
- ✓ শিশু অধিকার সনদের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ/ধারা সম্পর্কে অবহিত করা
- ✓ শিশুর জীবনে ঘটে যাওয়া অধিকার লংঘনের বিভিন্ন ঘটনা উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা।
- ✓ কমিউনিটিতে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশু যৌন নির্যাতনসহ সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি শিশু ও অভিভাবকদের জন্য কেন প্রয়োজনীয় তা ভালোভাবে তুলে ধরা (মনে রাখতে হবে যেখানে প্রতিরোধ সেখানে ঘটনার ব্যপ্তি বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব বাধাকে অবশ্যই অতিক্রমের চেষ্টা চালাতে হবে)
- ✓ বাধা প্রদানকারীদের বোঝানের ক্ষেত্রে বন্ধু প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিটিএস-এর কমিউনিটি গ্রুপসমূহের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

১০.৬ সেশন চলাকালীন সময়ে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলে করণীয় :

স্কুলে বা কমিউনিটিতে উইনডো মেথড ভিত্তিক সেশন চলাকালীন সময়ে কোন ছাত্র / ছাত্রীর কোন ধরনের শারীরিক সমস্যা হলে যে ব্যবস্থা নিতে হবে:

- ✓ সেশন বন্ধ করে তার কেমন লাগছে সে সম্পর্কে জানতে হবে।
- ✓ সে কি বাসায় চলে যেতে চাইছে অথবা কিছুক্ষন বিশ্রাম নিতে চাচ্ছে সে বিষয়ে তার মতামত জানতে হবে।
- ✓ শ্রেণি শিক্ষককে বিষয়টি জানাতে হবে।
- ✓ শিশুর সাথে ডাক্তারের কাছে যাবার প্রয়োজন হলে সেখানে যেতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর জন্য একজন মহিলা কর্মী সাথে যেতে পারে। পুরুষ হলে কেন তিনি যেতে পারছেন না সে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে হবে।
- ✓ পরবর্তীতে শিশুটির খোঁজ খবর নিতে হবে।
- ✓ সেশন চলাকালীন সময়ে যদি কোন শিশু নিজের ব্যক্তিগত ঘটনার কথা বলে আবেগপ্রবন হয়ে পড়ে তাহলে সহায়ককে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পুরো বিষয়টিকে আয়ত্বে আনতে হবে। আবেগপ্রবন শিশুটি এবং একই সাথে অন্যরা যারা শিশুটির সাথে সাথে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে তাদের সবাইকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সেটা হতে পারে আবেগপ্রবণ শিশুটির সাহসিকতার প্রশংসা করে অংশগ্রহনকারীদের সবাইকে তাকে প্রশংসাসূচক ধন্যবাদ জানাতে হবে। সবাই একসাথে তাকে ধন্যবাদ জানানো অথবা একজন একজন করে তাকে ধন্যবাদ জানানো। তার বলা ঘটনার প্রতি সবার সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।
- ✓ সহায়ক সেশনের গতি ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে সবাইকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবে।

১০.৭ যৌন নির্যাতন বা অন্য যে কোন ধরণের শিশু নির্যাতন সম্পর্কে কেউ অবগত করলে এবং সহায়তা চাইলে করণীয়:

- ✓ সংবাদদাতাকে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে অফিসে আসার জন্য আহবান করা।
- ✓ প্রাথমিকভাবে যৌন নির্যাতনের পর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির দিকটি সম্পর্কে বলা। অন্যান্য নির্যাতনের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব সম্পর্কে জানানো।
- ✓ বাড়ীর অন্য কাউকে জানিয়েছে কিনা সে সম্পর্কে জানা। না জানিয়ে থাকলে অন্তত নির্ভরযোগ্য একজনকে বিষয়টি জানানোর জন্য বলা। পরবর্তীতে তার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া ।

Chairperson
Breaking the Silence

১১. শিশু নির্যাতনের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ

শিশু নির্যাতন বিষয়ে কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিতে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য সরবরাহের কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে।

- কেন্দ্রীয়ভাবে একজন শিশু সুরক্ষা বিষয়ক ফোকাল পারসন নির্ধারণ করা হবে এবং সংস্থার নিয়মিত কার্যক্রমে এ নীতিমালা বিষয়ক তথ্য সকল অংশীজনকে জানাতে হবে।
- একটি নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর হটলাইন হিসেবে চালু রাখা হবে। ফোকাল পারসন উক্ত হটলাইন, অভিযোগ বাক্স এবং ই-মেইলের মাধ্যমে অথবা সরাসরি শিশু নির্যাতন বিষয়ক তথ্য/ অভিযোগ গ্রহণের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকবেন।

  ফোকাল পারসন গৃহীত তথ্যকে নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে সংরক্ষণ করবেন

  শ্রেণী ১: ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এর প্রতিনিধি কর্তৃক শিশু নির্যাতন

  শ্রেণী ২: অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক কর্ম এলাকার শিশু নির্যাতন

  শ্রেণী ৩: কর্ম এলাকায় শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি

  শ্রেণী ৪: কর্ম এলাকার বাইরে অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক শিশু নির্যাতন অথবা শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি
- তথ্যসমূহ যথাযথ ফাইলে সংরক্ষণ করা হবে এবং এ নীতিমালার অধীনে সংরক্ষিত সকল তথ্য সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালককে অবহিত রাখতে হবে।
- গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ করতে হবে।
  - কর্ম এলাকার শিশু নির্যাতনের শিকার হলে প্রথমেই শিশুর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।
    - ✓ শ্রেণী ১ এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করে নির্বাহী পরিচালক শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নেবেন।
    - ✓ শ্রেণী ২ এর অভিযোগের ক্ষেত্রে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের একজন প্রতিনিধি কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং সে তথ্যের ভিত্তিতে শিশুকে সহায়তার পাশাপাশি নির্যাতনকারির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিশুর পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষিদের উৎসাহিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করা হবে।
    - ✓ শ্রেণী ৩ এর তথ্য অনুযায়ি ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের একজন প্রতিনিধি কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের সামর্থ অনুযায়ি ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
    - ✓ শ্রেণী ৪ এর অভিযোগ/তথ্য সংশ্লিষ্ট সমমনা সংগঠন বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে ফরোয়ার্ড করা হবে। অন্য কোন সহায়তাকারি পাওয়া না গেলে অন্তত ১০৯৮ হটলাইনে অভিযোগ/ তথ্যটি জানানো হবে।
- প্রতি ৬ মাস অন্তর শিশু সুরক্ষা নীতিমালার অধীনে সংগঠিত কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন নির্বাহী পরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ফোকাল পারসন এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের দায়িত্বে থাকবেন

১২. অভিযোগ করার প্রক্রিয়া:

কে অভিযোগ করবেন	কার নিকট অভিযোগ করবেন	কিভাবে অভিযোগ করবেন
১. যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি বা শিশু ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর কোন কাজের কারণে শিশু নির্যাতনের আশংকা করলে, বা দেখলে অথবা যে কোন ভাবে চানতে পারলে।	আপনার পরিচিত ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স - এর কোন কর্মী, সেচ্ছাসেবক অথবা প্রতিনিধির কাছে।	প্রথমেই শিশুটির নিরাপত্তার কার্যকরি ব্যবস্থা নিন। এরপর নিম্নোক্ত যে কোন পদ্ধতিতে রিপোর্ট করুন ঃ ক) মুখে মুখে ঘটনার বিবরণ নিন এবং অভিযোগ গ্রহণকারীকে লিপিবদ্ধ করতে বলুন অথবা খ) লিখিত ভাবে ঘটনার বিবরণ নিন।
২. যে কোন শিশু ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর কোন কাজের কারণে নিজে নির্যাতনের শিকার হলে অথবা নির্যাতনের আশংকা করলে।	শিশুর পরিচিত ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর প্রধান কার্যালয় অথবা প্রকল্প কার্যালয়ের কোন কর্মী, সেচ্ছাসেবক অথবা প্রতিনিধির কাছে অথবা শিশুটি যাকে	ক) শিশুটি মুখে মুখে ঘটনার বিবরণ দিতে পারে। খ) শিশুটি লিখিত ভাবে ঘটনার বিবরণ দিতে পারে।

	সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করবে (শিশুর পিতা-মাতা বা এলাকার যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি) তিনি শিশুটির পক্ষে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর কোন কর্মী, সেচ্ছাসেবক অথবা প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করবেন।	গ) শিশুটি যার নিকট ঘটনার বর্ণনা দিবে তিনি বিষয়টি লিপিবদ্ধ করবেন অথবা অভিযোগ গ্রহণকারীকে লিপিবদ্ধ করতে বলবেন।
৩. **ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর কর্মী, সেচ্ছাসেবক অথবা যে কোন প্রতিনিধি** সংস্থার কোন কাজের কারণে শিশু নির্যাতনের আশংকা করলে, দেখলে অথবা যে কোন ভাবে জানতে পারলে।	**কর্মী বা সেচ্ছাসেবক** তার ম্যানেজার অথবা উর্ধ্বতন ম্যানেজার অথবা ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর প্রকল্প কার্যালয় বা প্রধান কার্যালয়ের 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা'র ফোকাল পারসনকে / নির্বাহী পরিচালককে অভিযোগের বিষয়ে জানাবেন।	ক) ই-মেইল অথবা মোবাইল ফোনে মেসেজ করে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ সম্পর্কে জানিয়ে দিন। খ) ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর এ সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট ছক / ফরমেট অনুসরণ করুন এবং ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ফোকাল পারসনকে অবহিত করুন।

১৩. শিশু সুরক্ষা নীতিমালা লংঘনের শাস্তি:

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই 'শিশু সুরক্ষা' নীতিমালা মেনে জলে কাজ করতে হবে। সংস্থার কাজের সঙ্গে জড়িত এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, সে শিশুদের সাথে করা যাবে এমন আচরণ করছে/করেছে বা অন্য কোনো আপত্তিকর কাজ করছে / করেছে যা শিশুর সুরক্ষাকে বিঘ্নিত করে এবং এই নীতিমালার পরিপন্থী সেক্ষেত্রে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। শাস্তিসমূহ:

কর্মী	: বরখাস্ত।
স্বেচ্ছাসেবক	: বরখাস্ত/ কাজ বাতিল করা
চুক্তিভিত্তিক কাজ	: চুক্তি বাতিল
সরবরাহকারী	: চুক্তি বাতিল
সদস্য	: সদস্যপদ বাতিল

অবস্থা এবং স্থানভেদে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স আইনেরও আশ্রয় নিতে পারবে; যেমন- শিশুদের রক্ষা করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নিতে পারে এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, উল্লিখিত আচরণবিধি ও নিয়মাবলী সম্পর্কে আমি জ্ঞাত ও মেনে চলতে বাধ্য থাকবো। সেইসাথে এই আচরণবিধি ও নিয়মাবলীতে উল্লেখ নেই কিন্তু এই নীতিমালার সাথে সংযুক্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা'য় উল্লেখ রয়েছে সেই বিধিও মেনে চলতে বাধ্য থাকবো।

কর্মীর স্বাক্ষর
নাম :
পদবী :
তারিখ :

নির্বাহী পরিচালকের স্বাক্ষর
নাম : রোকসানা সুলতানা
পদবী :
তারিখ :

Chairperson
Breaking the Silence